৬৮৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. ৯ 1999

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শ্রীনাথ বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল

শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অচলাবস্থা চলছে এক বছর ধরে

নীলফামারী থেকে জেলাবার্তা পরিবেশক ঃ শ্রীনাথ বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলটির এখন বেহাল অবস্থা হয়েছে। এতে দীর্ঘ এক বছর থেকে কোন লেখাপড়া হচ্ছে না বলা যায়। স্কুলটিতে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, চলছে চরম দলাদলি।

নীলফামারী সদর থানার ইটাখোলা ইউনিয়নের এই স্কুলটি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হওয়ার পর '৯৫ সাল থেকে সরকারি অংশের বেতনভাতা পেয়ে আসছে। স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন। এদেরই একটি শূন্য পদে উক্ত স্কুল কমিটির সভাপতির পুত্রবধূ কোহেনূর বেগমকে গত বছর নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। এর আগে সভাপতির পুত্র ও উক্ত কোহেনূর বেগমের স্বামী আসাদুজ্জামান সেবুকেও ঐ স্কুল নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়মানুযায়ী সে সময় তার (সেবু) বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এসব নানা কারণে স্কুল কমিটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সভাপতির পুত্রবধূর নিয়োগের বিরুদ্ধে কোর্টে একটি মামলা করা হয়েছে।

এই অবস্থায় স্কুলটির তদারকি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষকরাও আর স্কুলে যান না বললে চলে। যার যেদিন ইচ্ছা স্কুলে যান বা যান না। আর শিক্ষক না আসার কারণে ছাত্রছাত্রীরাও আস্তে আস্তে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। এসব দ্বন্দ্বের সাথে এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিও জড়িত হয়ে পড়েছেন। এদিকে এসব সমস্যা নিরসনের জন্য থানা শিক্ষা বিভাগ বা শিক্ষা কমিটিরও তেমন কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি এই দীর্ঘ এক বছরে।

ইটাখোলা ইউনিয়নে মোট প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ৭টি। এর ৩টি হচ্ছে বেসরকারি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত এবং ৪টি সরকারি। শ্রীনাথ প্রাইমারী স্কুলটিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় পৌনে দু'শ। গত '৯৬-৯৭ অর্থবছরে প্রায় ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই ভবনে ছাত্র-শিক্ষক নেই, সব খাঁখাঁ করছে।

স্কুলটিতে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে পুরো এক বছর সেখানে কোন লেখাপড়া হয়নি, এবার নতুন বছরের শুরুতেই যদি এসব দ্বন্দ্বের নিরসন করা না হয়, তবে এই বছরেও এলাকার ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করা থেকে বঞ্চিত হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।